

ফলপ্রসূ রমজানঃ কিছু করণীয়

আবুসামীহাহ্ সিরাজুল-ইসলাম

প্রতি বছর রমজান আসে-যায়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মুসলমানেরা রমজানকে বরণ করেন। আগ্রহের সাথে কোটি কোটি মুসলমান তাকিয়ে থাকে কখন নতুন চাঁদ উঠবে, শুরু হবে রমজানের মাস। রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নামের আশুন থেকে মুক্তির বারতা নিয়ে আসবে এমাস। খতম কুর'আন এর দ্বারা এমাসে কিয়ামুল-লাইল (তারাওয়ীহ্ নামাজ্) পড়ার আগ্রহে বসে থাকেন মু'মিনেরা। বেশী বেশী ইবাদত বন্দেগী করে জীবনে পরিবর্তন আনতে চায় মুওসলমানেরা। এটি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস।

কুর'আন ও সুম্মাহতে রমজান ও রোজার গুরুত্বঃ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেছেন (তর্জমা), “ওহে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে দেয়া হয়েছে, যেমন দেয়া হয়েছিল তোমাদের আগে গত হয়ে যাওয়া [উম্মতদের] উপর। আশা করা যায় যে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।” (কুর'আন; ২/১৮৩)

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, “রমজানের মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী এক নির্ভুল মানদণ্ড। অতএব তোমাদের মধ্যে যারাই এ মাসের সাক্ষাৎ পাবে তারা যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে” (কুরআন ২:১৮৫)

সালমান ফারিসী (রাঃ) বলেছেন, “রসূলুল্লাহ (সঃ) শা'বানের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা (বক্তৃতা) দিলেন। তিনি বললেন, ‘হে লোকসকল! তোমাদের কাছে এক সুমহান মাস সমুপস্থিত। এটি একটি অতীব বরকতময় মাস, যে মাসে একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসে রোজা রাখাকে আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন এবং রাত্রি কালীন নামাজকে নফল করেছেন। যে এ মাসে একটি নফল কাজ করল সে মূলতঃ অন্যমাসে একটি ফরজের সমান আমল করল, আর যে এ মাসে একটি ফরজ কাজ করল সে মূলতঃ অন্য মাসে ৭০টি ফরজের সমান কাজ করল। এটি হচ্ছে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার মাস; আর এ মাসে ঈমানদারদের রিজ্ক বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে কেউ কোন কিছু দিয়ে রোজাদারকে ইফতার করাবে তা তার জন্য মাগফিরাতের কারণ হবে এবং দোষখ থেকে বাঁচার উপায় হবে; আর ঐ ব্যক্তি রোজাদারের সমান সওয়াব লাভ করবে যদিও রোজাদারের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা।” (বর্ণণাকারী বলেন) আমরা বললাম, “হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমাদের অনেকেরই রোজাদারকে কোন কিছু দিয়ে ইফতার করানোর সাধ্য নেই।” তিনি (সঃ) বললেন, “আল্লাহ্ তাদেরকে এই পুরস্কার দেবেন যারা পানি মিশ্রিত একটু দুধ, একটি খেজুর অথবা শুধু পানি দিয়ে রোজাদারকে ইফতার করাবে। আর যে রোজাদারকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করাবে আল্লাহ্ তাকে আমার হাউজ (হাউজে কাওসার) থেকে পানি পান করাবেন যা জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার থেকে তৃষ্ণা দূর করে দেবে। এটি এমন একটি মাস যার প্রথমমাংশ হলো রহমত, মধ্যমাংশ হলো মাগফিরাত এবং শেষমাংশ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির। এ মাসে যে কেউ তার গোলামের কাজকে সহজ করে দেবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।” (সহীহ্ ইবনু খুজায়মা)

এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসকে তার যথার্থ গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করা উচিত। এ মাস থেকে যথার্থ ফায়দা হাসিল করার আশ্রয় চেষ্টা চালানো উচিত প্রত্যেক মুসলমানকে। যদি হেলাফেলায় এমাস হারিয়ে ফেলা হয় তাহলে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাদীসে রমজান পেয়েও যারা কৃত সব গুনাহ্ মাফ করিয়ে নিতে পারেনি তাদের জন্য বদ-দু'আয় শরীক হয়েছেন। আবুহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মিস্বরে উঠলেন এবং বললেন, “আমীন, আমীন, আমীন।” তাঁকে বলা হলো, “হে আল্লাহর রসূল (সঃ), আপনি মিস্বরে উঠলেন আর বললেন ‘আমীন

আমীন আমীন।” তিনি বললেন, “জিব্রীল আমার কাছে আসলেন এবং বললেনঃ যে রমজানের মাস পেল কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হলোনা এবং সে জাহান্নামে নিষ্ফিষ্ট হলো, আল্লাহর ধ্বংস তার জন্য। আপনি বলুন, আমীন।” আমি তখন বললাম আমীন। [সহীহ ইবন খুজায়মা ও ইবন হিব্বান] এজন্য এমাসের পূর্ণ সদ্যবহার করে নিজের জন্য কল্যাণ ও মুক্তির সনদ হাসিল করার চেষ্টায় নিবেদিত হওয়া প্রয়োজন সব মুসলিমের।

এ মাসটিকে ফলপ্রসূ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

1. কুর’আনের সাথে সচেতন সম্পর্ক গড়াঃ

রমজান কুরআন নাযিলের মাস- কুরআনের উৎসবের মাস, এ নিবন্ধের শুরুতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কুর’আনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাসে কুরআনের পূর্ববর্তী নাযিলকৃত সমস্ত অংশ রসূল (সঃ) জিবরীল (আঃ) কে পড়ে শোনাতেন বলে বর্ণনা এসেছে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে।

আমরা কি এ মাসে পুরো কুরআন পড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি? যদি সহীহ শুদ্ধ করে পড়া না জানা থাকে তাহলে শুদ্ধ করে পড়ার কোন পরিকল্পনা কি নিয়েছি? কুরআনের শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়নের কি কি পদক্ষেপ আমরা এ মাসে নিয়েছি?

এমাসে আমাদেরকে পুরো কুর’আন পড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কুরআন বুঝার জন্য একটা উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করার পরিকল্পনা নিতে হবে। রমজানের একটা দিনও যাতে কুর’আনের একটা অংশ অধ্যয়ন ব্যতীত অতীত না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

কুর’আন শিখতে এবং শিখাতে চেষ্টা করা এবং এ প্রচেষ্টায় সহায়তা দান করতে হবে। শুদ্ধ করে তিলাওআত করার জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে। নিজ পরিবার বা মসজিদে কুর’আন শিখানোর জন্য ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে। এজন্য নিজ এলাকার মসজিদের ইমামের কাছে অথবা যারা কুর’আন শুদ্ধ করে পড়তে পারেন তাদের সাহায্য নিতে হবে। মনে রাখতে হবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা কুর’আন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।” [সুনারের কিতাব সমূহ]

কুর’আনের শিক্ষার সাথে নিজের নিজের জীবনের সামঞ্জস্য ও বৈপরিত্যের পর্যালোচনা করে বৈপরিত্য দূর করার সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের যেখানে যেভাবে সম্ভব কুর’আনের শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানোর জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কুর’আনের সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে রোজা পালন স্বার্থক হবে। পরকালে কুর’আন তার পাঠকের জন্য শাফা’আতকারী হবে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, “তোমরা কুর’আন অধ্যয়ন কর, কারণ কিয়ামতের দিন কুর’আন তার সাথীর জন্য সুপারিশ করবে।” [মুসনাদ আহমাদ, আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ)]

2. বরকত হাসিলের যথাসাধ্য চেষ্টাঃ

রমজান বরকতের মাস। নফল কাজগুলোর জন্য ফরজের সমান বরকতের ওয়াদা করা হয়েছে এ মাসে; আর প্রতিটি ফরজের জন্য এর সত্তর (৭০) গুন সওয়াব।

কতটুকু নফল ইবাদাত করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি? ফরজগুলোকে যথার্থ আন্তরিকতা সহকারে আদায়ের কতটুকু উদ্যোগ আমাদের রয়েছে?

ফরজ্ ইবাদতগুলোকে যথার্থ হক সহকারে আদায় করতে হবে। ফরজ্ নামাজগুলো মসজিদে আদায় করার অভ্যেস না থাকলে এ মাসে নিয়মিতভাবে সে অভ্যেস করতে হবে এবং তা ধরে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নতের যথার্থ প্রয়োগ করেই ফরজ্ ইবাদতগুলো আদায় করতে হবে।

নফল ইবাদতের মাত্রা বাড়াতে হবে, বিশেষ করে তারাবীহ্ নামাজগুলো যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, ধীরতা-স্থিরতা সহকারে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রমজানে কিয়াম করে (তারাবীহ্ পড়ে) তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। [বুখারী ও মুসলিম] এর সাথে সাথে সুন্নত থেকে প্রমানিত অন্যান্য নফল নামাজ পড়ার অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। সার্বক্ষণিক জিকরে নিজকে বেশী করে নিয়োজিত করতে হবে।

3. শয়তান থেকে নিজেকে হিফাজত করা

রমজানে শয়তানকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যখন রমজানের মাস আসে তখন জান্নাতের দরোজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরোজাগুলো বন্ধ করা হয় আর শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়।” [আবু হুরায়রা; বুখারী-মুসলিম]।

কিস্ত আমরা কি নিজেদেরকে শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত করতে পেরেছি? এই রমজানেও কি আমরা শয়তানী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হইনা?

গীবত, পরচর্চা, গঞ্জনা, গালাগালি, ঝগড়াঝাটি, মিথ্যা কথা বলা, ইত্যাদি শয়তানের হাতিয়ার। এ হাতিয়ার ধারণ করা ত্যাগ করে শয়তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। যেখানেই এ ধরণের শয়তানী কাজ হতে দেখা যায় সেখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে যদি সেগুলো বন্ধ করার মত সুযোগ না থাকে। যদি তা করা না হয় তাহলে রমজানের মাস বিফলই হবে শুধু। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহতে আবু হুরায়রা (রাঃ আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ত্যাগ করেনা তার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”

মনে রাখতে হবে শয়তান তার রক্বের বিদ্রোহী এবং বনী আদমের ঘোষিত শত্রু তার কাজই হলো আমাদের ভুল পথে চালিত করা। সে যে কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত করে তা কল্যাণের পথ নয় বরং কল্যাণের পথ হল আল্লাহর দেখানো পথ। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওআ তা‘আলা বলেছেন, “শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় আর লজ্জাজনক কাজ করতে উৎসাহিত করে। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ওআদা করেছেন ক্ষমার এবং বিরাট অনুগ্রহের। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রশস্ততার অধিকারী এবং অত্যন্ত জ্ঞানী।” [কুর’আন, ২/২৬৮]

4. অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা

রমজান অহেতুক এবং বাজে কাজ এবং কথা থেকে বিরত থাকার শিক্ষার মাস। আমরা কি অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কাজ ও কথা বলে সময় ব্যয় করা ছাড়তে পেরেছি? অথবা আমরা কি এ সমস্ত অর্থহীন কাজ কারবার থেকে বিরত থাকার জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি?

অশ্লীল কথা বলা ও শোনা, গালি দেয়া, ঝগড়াঝাটি করা, বাতিল ও হারাম বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে আনন্দ পাওয়া, অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রুপে লিপ্ত হওয়া, টিভি-সিনেমা-ভিডিওতে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দুস্তানী গান-নাটক-ছায়াছবি দেখা, রেডিও-ক্যাসেট-সিডি-এমপি৩ প্লেয়ারে বিভিন্ন ধরণের গান শোনা, ইত্যাদি ছাড়তে হবে। নাহলে আমাদের রমজান বিফলে পর্যবসিত হবে শুধুই।

উপরোল্লিখিত দোষগুলো সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের সাবধান করেছেন বিভিন্নভাবে। সূরা মু'মিনুনে আল্লাহ সফলকাম মু'মিনদের যে গুণাবলীগুলো বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে “তারা সব ধরণের ‘লাগো’ থেকে বিরত থাকে” [কুর’আন, ২৩/৩]। অন্য আয়াতে আল্লাহ (আজ্জ ওআ জল্ল) তার বান্দাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবেঃ “[আর রহমানের বান্দাহ তারা] যারা মিথ্যার সাক্ষী হয়না। তারা যখন কোন ‘লাগো’র পাশ দিয়ে যায় তখন সম্মানের সাথেই তা অতিক্রম করে।” [কুর’আন, ২৫/৭২]। উপরে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলো কাজই ‘লাগো’র অনর্ভুক্ত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যে আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।” [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যরা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে]। অন্যত্র রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “কেবল খাদ্য ও পানীয় ত্যাগই রোজা নয় বরং রোজা হচ্ছে ‘লাগো’ এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।”

রোজার সময় নিজেকে হিফাজত করার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। তিনি বলেছেন, “তোমাদের কেউ রোজা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কাউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয় ‘আমি রোজা রেখেছি, আমি রোজা রেখেছি।’”। [বুখারী ও মুসলিম]

5. সংযম অবলম্বন করা

রমজান সংযমের মাস। আল্লাহর হালাল করা বস্তুগুলোই রোজার সময় দিনের বেলা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায়। তাই ব্যয়, খাবার, কথা, আচরণ সব কিছুতেই সংযমী হওয়া দরকার।

কিন্তু আমরা কি আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরনের ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করতে পেরেছি? প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় এবং ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা কি আমরা দমন করতে পেরেছি?

অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও সংযমী হতে হবে। লালসা ত্যাগ করতে হবে। আমাদের সেহরী ও ইফতার নিয়ে ভাবতে হবে। ইফতারের সময় নানান ধরণের খাদ্যসামগ্রী তৈরী করার বিলাসিতা ত্যাগ করে সাধারণ এবং সহজে তৈরী করা যায় এবং সারাদিনের খালি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর নয় এমন খাদ্যের আয়োজন করা যায়। এতে সময় ও সম্পদ দুটোরই অপচয় রোধ করা যাবে। যার ফলে আসর এবং মাগরিবের মাঝে আমাদের ঘরের লোকেরা খাবার তৈরীর ব্যস্ততার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে ধর্না দেয়ার কিছু সময় পাবে।

অপচয় রোধ করা না গেলে সংযমী হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। অপচয়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান তার রব্বের প্রতি অকৃতজ্ঞ।” [কুর’আন, ১৭/২৭]

6. পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা

রমজান সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও অংশীদারীত্বের মাস, যেমন শুরুতে উদ্ধৃত সালমান আল-ফারিসীর (রাঃ) হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা কি এ বিষয়গুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি? আমরা কি আমাদের চারপাশের বঞ্চিত বনি-আদমের কথা ভেবেছি? তাদের জন্য কিছু করার (সাধ্য থাকলে) পরিকল্পনা কি আমাদের মাথায় এসেছে? অভাবী, ক্ষুধার্ত এবং দরিদ্র অনেক আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আমাদের রয়েছেন তাঁদেরকে কি আমাদের সম্পদে অংশীদারীত্বের কথা আমরা ভেবেছি? দুনিয়াব্যাপী আমাদের যে অসংখ্য সুমলিম ভাই-বোন বিপদক্লিষ্ট জীবন যাপন করছেন, সেহরী এবং ইফতারের জন্য যাদের কোন খাবার হয়তো জুটবেনা, শান্তিতে রাত জেগে নফল ইবাদত করার মতো নিরাপত্তা যাদের নেই, তাদের জন্য সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জানানোর কার্যকর কোন পন্থার কথা কি আমরা ভেবেছি?

অভাবী আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মুসলমানদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে আমাদের। আমাদের সাধ্যমত তাদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করতে হবে। এজন্য নিজেদের ইফতার, রাতের খাবার ও সেহরীকে অনাড়ম্বর করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করা যেতে পারে যা অভাবী মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমান ছাড়াও নিজের অভাবী প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে যেভাবে সম্ভব। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা ‘আলা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। এক হাদীসে কুদসীতে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের যাদের কাজের লোক আছে অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত কর্মচারী আছে তাদের কাজের ভার লাঘব করে দিতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পেতে পারব আমরা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে সালমান আল-ফারিসীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে অভাবী ও বিভিন্ন সংকটে ভোগা মুসলমানদের জন্যও আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত সাধ্যমত। এজন্য মুসলিম সাহায্য সংস্থাগুলোতে উদার হস্তে দান করা উচিত।

7. কদর রাতের তালাশ

রমজানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এর শেষ তৃতীয়াংশ , যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির অংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে হাদীসে। এই অংশে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে কুর’আন নাজিল হয়েছে। এ রাতে জিব্রীল অগণিত ফেরেশতাসহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ফজর হওয়া পর্যন্ত এ রাতে আল্লাহর দেয়া শান্তিতে আচ্ছাদিত থাকে। এ রাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে। [কুর’আন; ৯৭/১-৫ এবং ৪৪/১-৪]।

কিন্তু এ রাতকে পাওয়ার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কি আমরা নিয়ে থাকি? গতানুগতিকভাবে এ রাত উদযাপন করে কি আমরা অভ্যস্ত নই?

রসূলুল্লাহ (সঃ) কদরের রাতকে রমজানের শেষ দশ রাতে, বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করতে বলেছেন। কিন্তু আমরা এ তালাশ করার কষ্ট করতে নারাজ। আমরা গতানুগতিকভাবে ২৭ এর রাতকে উদযাপন করি। আর তাও কদর তালাশ করে নয়। এ রাতে যা করা হয় তা হলো হালুয়া, রুটি, গোস্ট, ইত্যাদি রান্না করে ঈদের মত উৎসব পালন করা। আর মসজিদে ওয়াজ মাহফীলে শরীক হওয়া, যেখানে ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগীর পরিবর্তে দীর্ঘ ওয়াজ শোনা হলো প্রধান কাজ।

কদর রাত পাওয়ার জন্য আমাদের সবারই রমজানের শেষ ১০ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে বিশেষ ইবাদতে ব্যস্ত হবার পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। এজন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো এসময়ে মসজিদে ই‘তিকাহ করা। আমরা সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন কাটাই। কিন্তু এর মাঝেও দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু আল্লাহর জন্য কয়েকটি দিন অতিবাহিত করার ব্যবস্থা করতে না পারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান রাখা হয়নি। কিন্তু ই‘তিকাহের মাধ্যমে কয়েকটা দিন দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুধু আল্লাহর ঘরে তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিতে পারা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার।

রসূলুল্লাহ (সঃ) সব সময় রমজানে ই‘তিকাহ করতেন। এক বছর শুধু রমজানের বাইরে করেছেন। তিনি রমজানের শেষ ১০ দিনকে অন্যরকমভাবে নিতেন। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, “রসূলুল্লাহ (সঃ) ২০ রমজান পর্যন্ত রাতে ঘুম ও নামাজকে একত্রিত করতেন। কিন্তু রমজানের শেষ দশকে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিতেন এবং স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন।” [মুসনাদ আহমাদ]। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, “রসূলুল্লাহ (সঃ) রমজানে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা তিনি অন্য মাসে করতেননা। আর তার শেষ ১০ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময়ে করতেননা। [বুখারী ও

মুসলিম]। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, “রসূলুল্লাহ (সঃ) রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিক্রম করতেন এবং বলতেনঃ রমজানের শেষ ১০ রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা।” [বুখারী ও মুসলিম]।

এজন্য আমাদের উচিত কদর তালাশ করা। ১০ দিন ইতিক্রম করতে না পারলেও অন্তত বেজড় কয়েক রাত করা এবং বেজোড় রাতগুলোতে বেশি বেশী ইবাদত বন্দেগী করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো উচিত।

৪. অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং অত্যাচারিতের সাহায্য করাঃ

রমজানের মাস অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদের মাস। মনে রাখতে হবে রমজানের মাসেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের প্রান্তে মুকাবিলা করেছিলেন অত্যাচারীদের। তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। রমজানের মাসেই আরবের শিরকের কেন্দ্র মক্কাকে শিরক থেকে মুক্ত করেছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নেতৃত্বে মুসলিমরা। ইসলামের বড় বড় বিজয়গুলোর অনেকগুলোই সংঘটিত হয়েছে রমজানে।

দুনিয়া থেকে জুলুম-নিপীড়ন আর অবিচার-অত্যাচার দূর করার কোন কার্যকর পদক্ষেপের কথা কি আমরা বিবেচনা করেছি? দুনিয়ার অসংখ্য মুসলিম যারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও কষ্টে জীবন যাপন করছেন তাদের জন্য কিছু করার কথা কি আমরা ভেবেছি?

দুনিয়াতে আমাদের যে সমস্ত মুসলিম ভাই-বোনেরা নির্যাতন জুলুমের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের জন্যও আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অত্যাচারিত নরনারী (মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে) আজ অপেক্ষা করছে আল্লাহর ঐ সমস্ত বান্দাদের যারা আসবে তাদের মুক্তির বার্তা নিয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওআ তা‘আলা বলেছেন, “তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেনা। অথচ [অত্যাচারিত ও অধিকার বঞ্চিত] দমিয়ে রাখা পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, ‘আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে নাও যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠাও।’” [কুর’আন, ৪/৭৫]

আমাদের সাধ্য ও সীমার মধ্যে এসমস্ত মুসলমানদের জন্য আইনসম্মত সব পন্থায় আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ক্যাম্পেইন, লবিইং, ইত্যাদি যা কিছু সম্ভব তার সব কিছুই করতে হবে। মনে রাখতে হবে জিহাদ এক বিরাট ইবাদত। মূলতঃ মানবতাকে জুলুম-অত্যাচার আর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বের করে আনার জন্যই ইসলামের জিহাদ। এ জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সদা-সর্বদা। আজ আমরা আমাদের এসমস্ত ভাইবোনদের জন্য যা করতে পারি তার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ ও কষ্টহীন কাজ হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে চোখের পানি বিসর্জন দেয়া। কিন্তু দুঃখজনক হলো আমাদের মধ্যে অনেকে এই নিরাপদ ও কষ্টহীন কাজটাও করেননা। আমরা আসলে অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি। রমজানে আমাদের সুকুমার অনুভূতিগুলোকে ফিরিয়ে আনা দরকার।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা আমাদের জীবন পর্যালোচনা করি, করি আত্মবিচার। আমরা কি তাকওআ অর্জন করছি, যা রোজার উদ্দেশ্য?

আমাদের নামাজে এবং অন্যান্য ইবাদতে আরো অনেক বেশী আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সাথে সাথে অভ্যস্ত হতে হবে আত্মবিচারে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান এবং নিষ্ঠা ও আত্মবিচার (ইহুতিসাব) সহকারে রমজানের রোজা পালন করেন আল্লাহ তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।” (বুখারী-মুসলিম)। তাই প্রত্যেকটি ইবাদতেই আমাদের নিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আমাদের রমজানের রোজা এবং নামাজগুলো যেন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত না হয়, যেন না হয় কোন প্রথাগত অভ্যাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমাদের নামাজ এবং রোজা যেন হয় আল্লাহ প্রেমের সচেতন বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের রোজা যেন হয় সে রোজা যে সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “বনি আদমের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, শুধু রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব।” (বুখারী-মুসলিম)।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, আসুননা, আমরা সিয়াম পালন করার মাধ্যমে সচেতনভাবে আত্মনিয়োগ করি সে সীমাহীন সংগ্রামে যা আমাদেরকে নিকটবর্তী করবে আমাদের প্রভুর, আর প্রতিদিনই আমাদেরকে রূপান্তরিত করবে ন্যায় এবং সত্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক ভিন্ন মানুষরূপে।

[লেখক মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরস্থ “অলিম্পিয়া কলেজের” গণযোগাযোগ (Mass Communication) বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং বর্তমানে নিউ ইয়র্কের একটি হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক।
abusamihah@gmail.com]